কালের কণ্ঠ
তারিখ: 6 AUG 2017 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

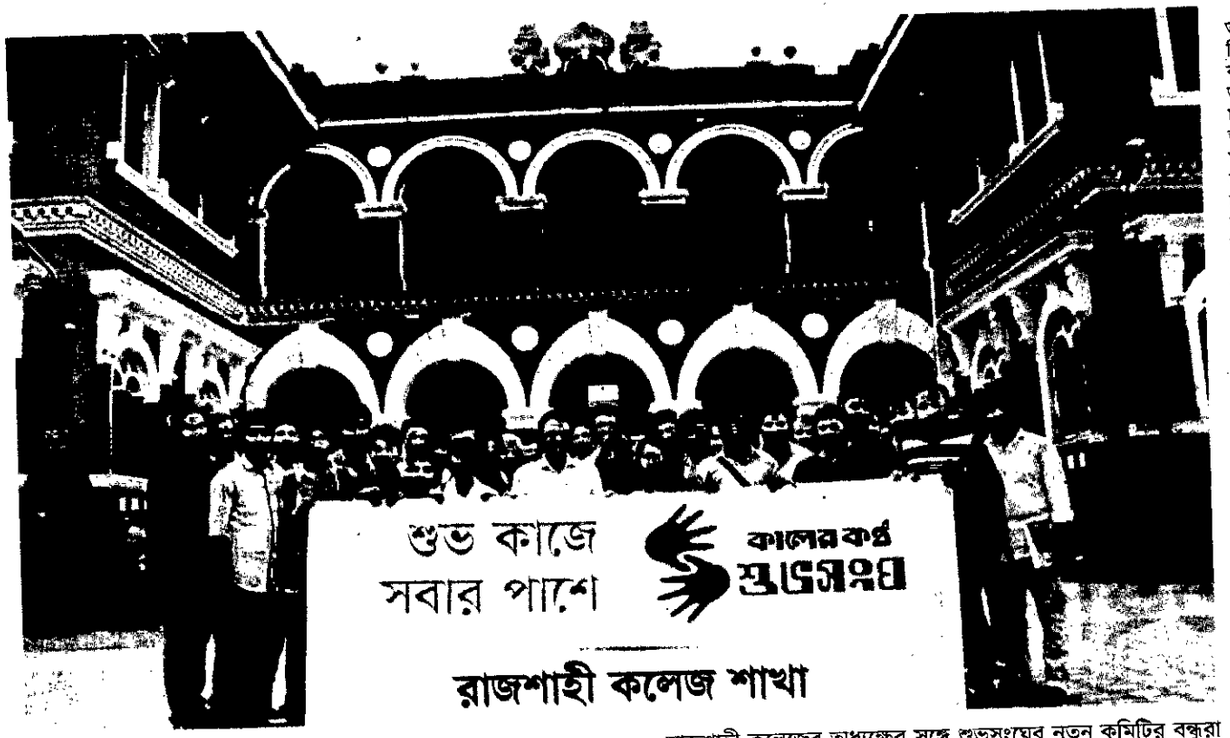

রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে শুভসংঘের নতুন কমিটির বন্ধুরা

মাদক প্রতিরোধের অঙ্গীকার

শফিক আজম ▷

উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নামে পরিচিত রাজশাহী কলেজ। রাজশাহী শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই কলেজের ইতিহাস। গত ১৫ জুলাই দেশের অন্যতম এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গঠিত হয় কালের কণ্ঠ'র পাঠক সংগঠন শুভসংঘ। এর আগে রাজশাহী কলেজে শুভসংঘের কমিটি গঠন করে দেওয়া হবে। এমন সংবাদ শুনে অধ্যক্ষ অধ্যাপক হবিবুর রহমান গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই শিক্ষার্থীদের ডেকে এনে এই খবরটি পৌঁছে দেন। অতঃপর তিনি শুভসংঘের জেলা কমিটির সদস্যদের ডেকে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শুভসংঘ জেলা কমিটি শিক্ষার্থীদের শুভসংঘ সম্পর্কে ধারণা দিলে তাঁরা পরবর্তী সময়ে তাঁদের বান্ধবদের জানাতে থাকেন। এরপর আসে ১৫ জুলাই শনিবার সকাল ১০টা। কলেজে অগণিত শিক্ষার্থী। আজকের সকালটা অন্যান্য সকালের মতো নয়। কেউ পরবর্তী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করছেন, আবার কেউ ক্লাস শেষে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডারত আছেন। এমন এক মুহূর্তে রাজশাহী কলেজে শুভসংঘের একঝাঁক তরুণ বেরিয়ে পড়েন আরো কিছু আগ্রহী শিক্ষার্থী জোগাড় করতে। এঁদের একটি দল গেল প্রতিটি ক্লাসে কালের কণ্ঠ শুভসংঘের আত্মপ্রকাশ এবং সদস্য সংগ্রহের নোটিশ জানাতে। আরেক দল নির্দিষ্ট স্থানে বসে সদস্য সংগ্রহের কাজটি করতে। এমন কার্যক্রমে ক্ষণিকের জন্য বদলে গিয়েছিল কলেজের পরিবেশ।

কলেজের দ্বিতীয় বিজ্ঞান বিভাগের সামনে বসানো হয়েছে একটি বুথ। যেখানে কলেজের শিক্ষার্থীরা শুভসংঘের সদস্য ফরম পূরণে ব্যস্ত। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় ফরম পূরণ। বুথের পেছনে কালের কণ্ঠ শুভসংঘের ব্যানার। যাতে লেখা 'শুভ কাজে সবার পাশে'। লেখাটা দেখে শুভসংঘ সম্পর্কে জানতে ভিড় জমান কলেজের শিক্ষার্থীরা। শুভসংঘ রাজশাহী কলেজ শাখার সদস্যরা শিক্ষার্থীদের ধারণা দিয়ে যাচ্ছেন। আর তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীরা সদস্য ফরম পূরণ করতে থাকেন। মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধানে ১০০টি সদস্য ফরম পূরণ যেন প্রত্যাশার কয়েক গুণ বেশি।

নতুন সদস্যদের বলা হয়েছিল, পৌনে ১২টায় আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে। ঠিক কথামতো উপস্থিত তরুণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে কলেজের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে এলেন অধ্যক্ষ হবিবুর রহমান। সঙ্গে ছিলেন শুভসংঘ রাজশাহী জেলা কমিটির সদস্যরা। নতুন সদস্যদের নিয়ে ফটোসেশনও করেন অধ্যক্ষ। শোভাযাত্রা শেষে কলেজের রসায়ন বিভাগের ১০১ নম্বর কক্ষে [illegible] কালের কণ্ঠ শুভসংঘের কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এরপর [illegible] চাওয়া হয় এমন সংগঠনে [illegible] তাঁদের অনুভূতি।

মাহাফুজুর রহমান খান বলেন, [illegible] জনক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] শিক্ষার্থী বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। রাজশাহী কলেজের মতো একটি প্রতিষ্ঠানে এমন অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আসার মানে হলো, ছাত্রসমাজকে নৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করা। আমরা চাই আমাদের দ্বারা সমাজের মানুষের সেবা হোক। আর আমাদের দেখে অন্যরা মানুষের সেবায় এগিয়ে আসুক। শুভসংঘ আমাদের সে সুযোগ করে দেবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

রোকাইয়া ইসলাম বলেন, রাজশাহী কলেজে অনেক সংগঠন আছে; কিন্তু শুভসংঘ অন্যগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রম। আমাদের মেধা ও মনন বিকাশের জন্য এবং একই সঙ্গে সামাজিক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হবে এই শুভসংঘ। আমরা তরুণরা অনেক কিছুই করি, যা সব সময় প্রকাশ হয় না। সমাজের কিছু শ্রেণির উন্নয়নের চেষ্টা করা হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে না। আমার বিশ্বাস, এই শুভসংঘের এমন কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারব।

জানতে চাওয়া হয় রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ এবং শুভসংঘ রাজশাহী কলেজ শাখার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক হবিবুর রহমানের কাছে। তিনি বলেন, রাজশাহী কলেজের সব শিক্ষার্থীই আমার সন্তান। সন্তানদের প্রতিটি ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমি চাই আমার এই সন্তানরা প্রতিষ্ঠিত হোক। এ জন্য তাদের সামনে সব সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরার চেষ্টা করি। কালের কণ্ঠ পত্রিকার পাঠক সংগঠন শুভসংঘ রাজশাহী কলেজে তাদের শাখা করবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ব্যক্তি, সমাজ কিংবা দেশের স্বার্থে আমার ছেলে-মেয়েরা এই সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারবে। সমাজ থেকে মাদক দূর করার অঙ্গীকার নিয়ে একটি আদর্শ দেশ ও জাতি গঠনে শুভসংঘ রাজশাহী কলেজ শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। কমিটিতে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর হবিবুর রহমানকে উপদেষ্টা, রাকিবুল হাসানকে সভাপতি এবং হাবিবুর রহমান শান্তকে সম্পাদক করে ১৭ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন—সহ-সভাপতি সোহানুর রহমান, মাহফুজুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক আবু তাহের রিমু, যুগ্ম সম্পাদক সাব্বির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আশিমুল হাসান, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ রাব্বিউল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ নাফিউল হাসান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুনসুর হিল্লোজ, ক্রীড়া সম্পাদক হাসান মাহমুদ, নারীবিষয়ক সম্পাদক রোকাইয়া ইসলাম, কার্যকরী সদস্য, ফারজানা হক বন্যা, সাজ্জাদ হোসেন, আবুল কালাম আজাদ।